55

29/12/2000

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 22 ... কলাম ... 7 ......

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট সমাধানে গোলটেবিল

শিক্ষাঙ্গনে সাময়িকভাবে হলেও রাজনীতি নিষিদ্ধ করার সুপারিশ

চ. বি. সংবাদদাতা : 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সংকট ও সমাধানের উপায়' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং আন্দোলনরত ছাত্র সংগঠন উভয় পক্ষেরই উচিত বর্তমান অবস্থান থেকে সরে এসে এখনই বিশ্ববিদ্যালয় সচল করা। এ ছাড়া, অধিকাংশ বক্তা সাময়িকভাবে হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি জাতীয়ভাবে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। গতকাল শনিবার চট্টগ্রাম চেম্বার মিলনায়তনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির উদ্যোগে এই গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. জামাল নজরুল ইসলামের সমন্বয় ও পরিচালনায় বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বিভিন্ন পর্ষদের কর্তাব্যক্তি, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, ছাত্র সংগঠনের নেতা, সাংবাদিক ও পেশাজীবীসহ মোট ৩৫ জন বক্তা মতামত ব্যক্ত করেন। অধিকাংশ বক্তা ক্যাম্পাসে পরিবেশ পরিষদ গঠন, আচরণ বিধি প্রণয়ন, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান, ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ প্রত্যাহার, হত্যাকাণ্ড তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন, দোষী ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশকে সময়োপযোগী করার সুপারিশ করেন।

উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় একদিনের জন্যেও বন্ধ থাকুক আমরা তা চাই না। আমাদের একশ' ভাগ আন্তরিকতা আছে। আপনারা সাহায্যের হাত প্রসারিত করুন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত এ সমস্যা সমাধান করতে হবে।

অধ্যাপক ড. জামাল নজরুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে যে ছাত্র রাজনীতি চলছে তা শুধু অর্থহীন নয়, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ধ্বংসকারীও। পৃথিবীর কোথাও এ প্রবণতা নেই। তিনি আগামী কয়েক বছরের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবি জানান।

কিছু শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার দ্বারা ছাত্ররা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হওয়া প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. এ এফ ইমাম আলী বলেন, গোপন ব্যালটের মাধ্যমে মতামত নেওয়া উচিত– কোন শিক্ষকরা এ জাতীয় কাজ করছেন।

সিন্ডিকেট ও সিনেট সদস্য ড. আ ন ম মুনির আহমেদ ৫৪ শিবির নেতাকর্মীর মুক্তি দাবি করে বলেন, ভিসির অনুমতি ছাড়া ক্যাম্পাস থেকে কোনো ছাত্রকে যাতে গ্রেপ্তার করা না যায় তার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

সাবেক প্রোভিসি ড. এম বদিউল আলম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন চালিকাশক্তি ছাত্র, শিক্ষক ও প্রশাসনের মধ্যে ঐক্য থাকা উচিত। ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে তিনি আইনের কড়া প্রয়োগের দাবি জানান।

সাংবাদিকতা বিভাগের সভাপতি সহিদ উল্যাহ লিপন বলেন, প্রতিবছর ভর্তি পরীক্ষা এলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে এ জাতীয় সংকটের অন্য কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তিনি তা তদন্তের দাবি জানান।

শিবিরের সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, দু'জন ছাত্র মারা যাওয়ার পর উপাচার্য মহোদয় তড়িঘড়ি করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে এ অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রশাসনের অপসারণ দাবি করেন।

সাবেক ছাত্র শওকত হোসেন বাবু অবিলম্বে চাকসু ও সিনেট নির্বাচন দাবি করেন এবং ক্যাম্পাসে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার আহ্বান জানান।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সাংবাদিকতার ছাত্রী রাশেদা আকতার শিমুল বলেন, এই দরিদ্র দেশে আমরা পড়তে চাই। তবুও এ অবস্থায়, এবারের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য আমি কাউকে বলতে পারছি না, বরং নিষেধ করছি।

গোলটেবিলে এ ছাড়া অধ্যাপক ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান, সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী, অধ্যাপক শামসুদ্দিন, ড. মোঃ ফসিউল আলম, চেম্বারের সভাপতি কামাল উদ্দিন, চাকসু ভিপি নাজিম উদ্দিন, ছাত্রদলের সভাপতি আবদুল্লাহ আল মামুন, মাহবুবে রহমান শামীম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ছাত্রঐক্যের সংবাদ সম্মেলন

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির নিয়ন্ত্রিত ছাত্রঐক্যের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গতরাতে জানানো হয়েছে যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দলীয় ভিসির' অপসারণের দাবিতে আজ রোববার সকাল ১১টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে তারা সংবাদ সম্মেলন করবে।